



219681 - একমাত্র আল্লাহর কাছে অভিযোগ করার ধরণ কীরূপ?

প্রশ্ন

আপনারা কি ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে অভিযোগ করার ধরণ কীরূপ? সূরা ইউসুফে আল্লাহ তাআলা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে: "আমি আমার অসহনীয় বদেনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পশে করছি। আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৫] সূরা মুজাদালাতে এসেছে: "আল্লাহ সেই নারীর কথা শুনছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ আপনাদের কথাপকথন শুনছেন। নশিচয আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

অভিযোগ কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই পশে করা উচিত। কেননা এটি স্বীয় প্রভুর প্রতি বান্দার পরপূর্ণ দাসত্ব, তাওয়াক্কুল (ভরসা), তাঁর মুখাপেক্ষী তাঁর ভখিরী হয়ে থাকা এবং মানুষ থেকে পরপূর্ণভাবে বমিখ হয়ে তাঁর অভিমুখী হওয়ার মধ্যমে পড়ে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলছেন: "অভিযোগ দিতে হবে কেবল আল্লাহর কাছে; যমেনভাবে নকেকার বান্দা বলছিলেন: আমি আমার অসহনীয় বদেনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পশে করছি [মনিহাজুস সুন্নাহ (৪/২৪৪) থেকে সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলছেন:

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাঁর গ্রন্থে উত্তম ধরৈয় ধরা, উত্তম ক্ষমা করা ও উত্তম বচিছদেরে নরিদশে দিয়েছেন। আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াকে বলতে শুনছি যে তিনি বলেন: 'উত্তম ধরৈয় হচ্ছ যে যাত বা যার সাথে কোন অভিযোগ নাই। উত্তম ক্ষমা করা হচ্ছ- যার সাথে কোন তরিস্কার নাই। উত্তম বচিছদে হচ্ছ যার সাথে কোন কষ্ট দয়ো নাই'। আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা ধরৈয়ের সাথে সাংঘর্ষকি নয়। কেননা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ধরৈয় ধরার ওয়াদা করছেন। আর কোন নবী যখন কোন ওয়াদা করেন তিনি সটোর বরখলোফ করেন না। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বলছেন: আমি আমার অসহনীয় বদেনা ও আমার দুঃখের অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পশে করছি। অনুরূপভাবে আইয়ুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন যে, তিনি তাকে ধরৈয়শীল পয়েছেন। অথচ তিনি বলছেন: "আমাকে কষ্ট পয়ে বসছে; আর আপনি হচ্ছ



সর্বশ্রেষ্ট দয়াবান ।"[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ৮৩] ধরৈয়রে সাথে সাংঘর্ষকি হচ্ছো আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করা; আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা নয়। যমেনটি বরণতি আছে যে, এক লোক অপর এক লোককে অন্য এক লোকে কাছো দারদির ও জরুরতরে (নরিপায়রে) অভিযোগ করতো দেখো বলল: যনি তোমার প্রতিদয়া করবনে তার ব্যাপারে অভিযোগ করছ এমন ব্যক্তরি কাছো যে তোমার প্রতিদয়া করবো না। এরপর পংক্তি আওড়ালো:

যদি তুমি কোন পরীক্ষার শিকার হও তাহলে তাতো ধরৈয় ধর; মহানুভব ব্যক্তরি ধরৈয়রে মত; যহেতু তনি তোমার ব্যাপারে সম্যক অবগত।

যদি তুমি কোন বনী আদমরে কাছো অভিযোগ কর; তবে তুমি যনে দয়াময়রে বরিদ্ধে নরিদয়রে কাছো অভিযোগ করছ।[মাদারজিস সালকৌন (২/১৬০)]

তনি আরও বলনে:

অভিযোগ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার: আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা। এটি ধরৈয়রে সাথে সাংঘর্ষকি নয়। যমেনভাবে ইয়াকুব আলাইহিসি সালাম বলছেলিনে: আমি আমার অসহনীষ বদেনা ও আমার দুঃখরে অভিযোগ শুধু আল্লাহর কাছেই পশে করছি। অথচ তনিহি বলছেনে: "উত্তম ধরৈয় ধারনই (আমার সদিধান্ত)"। আইয়ুব আলাইহিসি সালাম বলছেনে: আমাকে কষ্ট পয়ে বসছে। অথচ আল্লাহ তাআলা তাকে ধরৈয়রে গুণে বশিষেতি করছেনে। ধরৈয়শীলদরে নতো সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দুর্বল শক্তি ও দুর্বল উপকরণরে অভিযোগ করছি"।

দ্বিতীয় প্রকার: পরীক্ষাগ্রস্ত ব্যক্তরি মুখরে ভাষায় কথিবা আচরণরে ভাষায় অভিযোগ করা। এই অভিযোগ ও ধরৈয় একত্রতি হতে পারো না। বরং এটি ধরৈয়রে বিপরীত এবং ধরৈয়কে নাকচ করে দেয়। অতএব, আল্লাহর ব্যাপারে অভিযোগ করা ও আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে।[উদ্দাতুস সাবরৌন (পৃষ্ঠা-১৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ সা'দী (রহঃ) বলনে:

"আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা ধরৈয়রে সাথে সাংঘর্ষকি নয়। বরং যা ধরৈয়রে সাথে সাংঘর্ষকি সটো হল মাখলুকরে কাছো অভিযোগ করা।"[ভাফসরি সা'দী (পৃষ্ঠা-৪১১)]

অতএব আল্লাহর কাছে অভিযোগ হল: কোন বান্দা কোন কছিতো আক্রান্ত হলে কথিবা কোন বিপিদ তার উপর এসে পড়লে কথিবা কোন প্রয়োজনে পড়ে গেলে: কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে অভিযোগ পশে করা। তাঁর কাছোই প্রয়োজনটি উত্থাপন করা ও পশে করা। প্রয়োজন ও অভিযোগরে ক্ষেত্রে যা হচ্ছো আম্বিয়া আলাইহিসি সালামরে বশিষিট্য। তাই বান্দা তার প্রভুক্রে স্মরণ করবো, তাঁকে ডাকবো, তাঁর কাছে মনিতি করবো, তওবা করবো, ফরি আসবো এবং বিভিন্ন ইবাদতরে মাধ্যমে তাঁর নকিটবর্তী হবো। কেনো এটা আল্লাহর পরপূরণ দাসত্ব ও তাঁর উপর তাওয়াক্কুলরে অন্তর্ভুক্ত।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।